৪৬

যায়যায়দিন

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষক ধর্মঘটে ২৫ হাজার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা অচল

মুহাম্মদ যাকারিয়া

শিক্ষক ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ছে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা রাজধানীর কয়েকটি স্কুল-কলেজ ছাড়া সারা দেশে ক্রমেই ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে শিক্ষকরা। প্রায় ২৫ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এখন বন্ধ। ক্লাস করতে এসে কোথা শ্রেণীকক্ষে তালা দেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা, কোথাও শিক্ষকরা বুঝিয়ে ফের পাঠাচ্ছেন তাদের। বছরের মধ্যভাগে এ রকম পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন প্রা এক কোটি শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা।

বেতনের সরকারি অংশ ১০% বাড়িয়ে শতভাগে উন্নীত করাসহ বিভিন্ন দাবিতে বিরো দল সমর্থিত জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গতকা শনিবার থেকে নেমেছে অবিরাম ধর্মঘটে। সরকার সমর্থিত শিক্ষক- পৃঃ ১৫ কঃ ১

শিক্ষক ধর্মঘটে ২৫ হাজার

শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (জয়নুল)ও গতকাল থেকে যোগ দিয়েছে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে। আজ ধর্মঘট শুরু করবে সরকার সমর্থিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আরেকটি অংশ।

বহুমুখী এ ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছে ঢাকার বাইরের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, পাবনা, চাটমোহর, রংপুর, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্টে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়েছে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ভিড় করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়। সবার এক কথা, বছরের মাঝামাঝি এ সময়টা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী মাস থেকে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। মফস্বলের শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের বেতনের সরকারি ৯০ শতাংশের বাইরে খুব কমই সুযোগ-সুবিধা পান। তাই চলমান ধর্মঘটকে তারা অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন হিসেবে দেখছেন।

তবে রাজধানীর স্কুল-কলেজগুলোর কোনোটিতে ধর্মঘট হয়েছে, কোথাও হয়নি। বেতনের জন্য সরকারি টাকার ওপর নির্ভরশীল নয়, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট হচ্ছে না। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন যায়যায়দিনকে বলেন, তাদের প্রায় ৪০০ শিক্ষকের মধ্যে ১৫০ জন সরকারি টাকা নেন। বাকিদের নিজস্ব তহবিল থেকে বেতন দেয়া হয়। তিনি জানান, আজ (গতকাল) শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ক্লাস নেয়া হয়নি। তবে কাল (আজ) থেকে যথারীতি একাডেমিক কার্যক্রম চলবে। তবে শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একমত হলেও শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে ধর্মঘটে যাবে না অনেক স্কুল। মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা বললেন, আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি যাতে না হয় সে বিষয়টিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তবে সব স্কুল যদি একমত হয় তাহলে তারাও ধর্মঘটে যোগ দেবেন বলে তিনি জানান।

রাজধানীর অনেক স্কুলেই গতকাল ক্লাস হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ইস্পাহানী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল, দনিয়া একে স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং শহীদ জিয়া গার্লস কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ক্লাস হয়নি।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রেস ব্রিফিংয়ে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ দাবি করেন, দেশের ২৬টি জেলা এবং এ জেলাগুলোর সব উপজেলায় পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুত ১০% বেতন, ২০০৫ সালের জাতীয় স্কেলে চিকিৎসা ভাতা ও একশ' টাকার পরিবর্তে সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া প্রদানের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কোনোরকম সমঝোতা হবে না।

গতকাল শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের এক সভা থেকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সব জেলা-উপজেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিদিন প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিকল্প হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে অন্তত দু'ঘণ্টা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করার আহ্বান জানানো হয়েছে। অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ছয় দফা দাবিতে আজ থেকে অবিরাম ধর্মঘট পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্মঘটের পাশাপাশি আগামীকাল উপজেলা সদরে ও পরদিন জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (জয়নুল), সহকারী শিক্ষক সমিতি পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

অভিযোগের আঙুল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দিকে : শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েক দফা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন আরো ৫ ভাগ বাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। এজন্য বছরে বাড়তি প্রায় ১৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিবারই এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন না বাড়ানোর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় যুক্তি দেখিয়েছে শিক্ষকদের বাড়ালে অন্য পেশাজীবী সংগঠনও অনুরূপ দাবি করবে।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের একটি অংশও শিক্ষকদের দাবি না মানার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে দায়ী করেছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া অভিযোগ করেন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের একশ' ভাগ বেতন-ভাতা দেয়ার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বাধার কারণে ত বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ৫ শতাংশ বাড়ানো হলেও আন্দোলন থেকে পিছু হটবেন না শিক্ষকরা। গতকাল এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, বেতনের সরকারি অংশ ৫ শতাংশ বাড়ানো হলে ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হবে। সেক্ষেত্রে ধর্মঘট বহাল রেখে জরুরি প্রতিনিধি সভা ডেকে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে বলে তিনি জানান। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বললেন, ৫ শতাংশ বৃদ্ধি আমরা মানবো না।